১ম সেপ্টেম্বর, ২০২৪
পঞ্চাশত্তমীর পর পঞ্চদশ রবিবার
অনুধ্যান/ Theme :- ঈশ্বরের বিচার ন্যায় ও অনুগ্রহপূর্ণ

যিশা ৫১:৩-৮
গীত ৯:৭-১২
রোমী ২:১-১১
যোহন ৮:২-১১

আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের জন্য আজ, পঞ্চাশত্তমীর পর পঞ্চদশ রবিবার, আমরা একত্রিত হই একটি গভীর এবং কখনও কখনও অস্বস্তিকর বিষয়ের উপর চিন্তা করার জন্য: ঈশ্বরের বিচার। বিচারের ধারণাটি প্রায়শই ভয় এবং উদ্বেগের অনুভূতি নিয়ে আসে, কিন্তু আমরা আজকে অন্বেষণ করি, ঈশ্বরের বিচার শুধু নয়, করুণাময়ও। অন্যায়ে ভরা পৃথিবীতে, ঈশ্বরের ধার্মিক বিচারের আশ্বাস আশা দেয়। আমরা শাস্ত্রের দৃষ্টিসহায়ের মাধ্যমে এই অনুধ্যানটি অন্বেষণ করব, যিশাইয় ৫১:৩-৮, গীতসংহিতা ৯:৭-১২, রোমীয় ২:১-১১ এবং যোহন ৮:২-১১ এর দিকে তাকিয়ে, বিবেচনা করুন কিভাবে ঈশ্বরের বিচার তাঁর ন্যায়বিচার এবং তাঁর করুণা উভয়েরই একটি প্রদর্শন।

১. ঈশ্বরের বিচারের ন্যায়বিচার (গীতসংহিতা ৯:৭-১২)

গীতরচক গীতসংহিতা ৯:৭-১২ এ ঘোষণা করেছেন, "কিন্তু সদাপ্রভু চিরকাল সমাসীন থাকিবেন; তিনি বিচারার্থে আপন সিংহাসন স্থাপন করিয়াছেন।আর তিনিই ধর্ম্মশীলতায় জগতের বিচার। করিবেন, ন্যায়ে জাতিগণের শাসন করিবেন। আর সদাপ্রভু হইবেন ক্লিষ্টের জন্য উচ্চ দুর্গ, সঙ্কটের সময়ে উচ্চ দুর্গ। যাহারা তোমার নাম জানে, তাহারা তোমাতে বিশ্বাস রাখিবে; কেননা, হে সদাপ্রভু, তুমি তোমার অন্বেষণকারীদিগকে পরিত্যাগ কর নাই। তোমরা সিয়োন-নিবাসী সদাপ্রভুর প্রশংসা গাও; জাতিগণের মধ্যে তাঁহার ক্রিয়া সকল জ্ঞাত কর। কেননা যিনি রক্তপাতের অনুসন্ধান করেন, তিনি নিহতদিগকে স্মরণ করেন; তিনি দুঃখীদিগের ক্রন্দন ভুলিয়া যান না;" এই বাক্যগুলিতে জোর দেয় যে ঈশ্বরের বিচার স্বেচ্ছাচারী বা অন্যায় নয় বরং ধার্মিকতা এবং ন্যায়পরায়ণতার মধ্যে নিহিত। ঈশ্বর, চূড়ান্ত বিচারক হিসাবে, সবকিছু দেখেন এবং সব জানেন। তিনি চেহারা দ্বারা প্রভাবিত হন না বা পক্ষপাত দ্বারা প্রভাবিত হন না, যেমন একটি মানব বিচারক হতে পারে। সমগ্র বাইবেল জুড়ে মূল বিষয় হল ঈশ্বরের বিচারের ন্যায়বিচার। এটা আমাদের আশ্বস্ত করে যে মন্দরা শাস্তির বাইরে থাকবে না এবং ধার্মিকতা পুরস্কৃত হইবে। এটা জগতে এমন এক সান্ত্বনাদায়ক যেখানে অন্যায় প্রায়ই প্রবল বলে মনে হয়। আমরা দুর্নীতি, শোষণ এবং নিরপরাধের নিপীড়ন দেখি এবং এটি আমাদের আদৌ কোন ন্যায়বিচার আছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। তবুও, শাস্ত্র আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ঈশ্বরের বিচার ন্যায় এবং ন্যায্য। তিনি সমস্ত ভুল সংশোধন করবেন, এবং তাঁর বিচার হবে চূড়ান্ত।

২. পুনরুদ্ধারের প্রতিশ্রুতি (যিশা ৫১:৩-৮)

যিশাইয় তার ৫১:৩ এ একটি সুন্দর প্রতিশ্রুতি দেয়: "বস্তুতঃ সদাপ্রভু সিয়োনকে সান্ত্বনা করিয়াছেন, তিনি তাহার সমস্ত উৎসন্ন স্থানকে সান্ত্বনা করিয়াছেন, এবং তাহার প্রান্তরকে এদনের ন্যায়, ও তাহার শুষ্ক ভূমিকে সদাপ্রভুর উদ্যানের ন্যায় করিয়াছেন; তাহার মধ্যে আমোদ ও আনন্দ, স্তবগান ও সঙ্গীতের ধ্বনি পাওয়া যাইবে।" এখানে, আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বরের বিচার কেবল শাস্তির বিষয়ে নয়, পুনরুদ্ধারের বিষয়েও। তাঁর ন্যায়বিচার তাঁর করুণার সাথে জড়িত। এই অনুচ্ছেদে, ঈশ্বর সিয়োনকে পুনরুদ্ধার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তার জনশূন্য স্থানকে এদনের ন্যায় স্বর্গে পরিণত করবেন। এটি ঈশ্বরের করুণাময় বিচারের একটি শক্তিশালী চিত্র। এমনকি তিনি যেমন বিচার করেন, তিনি মুক্ত করেন এবং পুনরুদ্ধার করেন। ঈশ্বরের বিচার প্রতিশোধমূলক নয়; এটি পুনরুদ্ধারকারী। এটি নিরাময় এবং পুনর্নবীকরণ সম্পর্কে আনতে চায়। ঈশ্বরের ন্যায়বিচার ও করুণার ধর্মতত্ত্ব পুনরুদ্ধারের এই দৃষ্টিভঙ্গিতে নিহিত। এমনকি যখন ঈশ্বর তাঁর লোকেদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন, তখন তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য থাকে তাদের নিজের কাছে ফিরিয়ে আনা, তাদের আশীর্বাদ ও শান্তিপূর্ণ অবস্থায় ফিরিয়ে আনা।

৩. ঈশ্বরের বিচারের নিরপেক্ষতা (রোমীয় ২:১-১১)

রোমীয় ২:১-১১ এ, প্রেরিত পৌল লিখেছেন, " অতএব, হে মনুষ্য, তুমি যে বিচার করিতেছ, তুমি যে কেহ হও, তোমার উত্তর দিবার পথ নাই; কারণ যে বিষয়ে তুমি পরের বিচার করিয়া থাক, সেই বিষয়ে আপনাকেই দোষী করিয়া থাক; কেননা তুমি যে বিচার করিতেছ, তুমি সেই মত আচরণ করিয়া থাক। আর আমরা জানি, যাহারা এইরূপ আচরণ করে,

তাহাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিচার সত্যের অনুযায়ী। আর হে মনুষ্য, যাহারা এইরূপ আচরণ করে, তুমি যখন তাহাদের বিচার করিয়া থাক, আবার আপনিও তদ্রূপ করিয়া থাক, তখন তুমি কি এই মীমাংসা করিতেছ যে, তুমি ঈশ্বরের বিচার এড়াইবে? অথবা তাঁহার মধুর ভাব ও ধৈর্য্য ও চির সহিষ্ণুতারূপ ধন কি হেয়জ্ঞান করিতেছ? ঈশ্বরের মধুর ভাব যে তোমাকে মনপরিবর্তনের দিকে লইয়া যায়, ইহা কি জান না? কিন্তু তোমার কঠিন ভাব এবং অপরিবর্তনশীল চিত্ত অনুসারে তুমি আপনার জন্য এমন ক্রোধ সঞ্চয় করিতেছ, যাহা ক্রোধের ও ঈশ্বরের ন্যায়বিচার-প্রকাশের দিনে আসিবে; তিনি ত প্রত্যেক মনুষ্যকে তাহার কার্যানুযায়ী ফল দিবেন, সৎক্রিয়ায় ধৈর্য্য সহযোগে যাহারা প্রতাপ, সমাদর ও অক্ষয়তার অন্বেষণ করে, তাহাদিগকে অনন্ত জীবন দিবেন; কিন্তু যাহারা প্রতিযোগী, এবং সত্যের অবাধ্য ও অধার্মিকতার বাধ্য, তাহাদের প্রতি ক্রোধ ও রোষ, ক্লেশ ও সঙ্কট বর্তিবে; প্রথমে যিহূদীর, পরে গ্রীকেরও উপরে, কদাচারী মনুষ্যমাত্রের প্রাণের উপরে বর্তিবে। কিন্তু সদাচারী প্রত্যেক মনুষ্যের প্রতি, প্রথমে যিহূদীর, পরে গ্রীকেরও প্রতি প্রতাপ, সমাদর ও শান্তি বর্ত্তিবে। কেননা ঈশ্বরের কাছে মুখাপেক্ষা নাই।" এই অনুচ্ছেদটি ঈশ্বরের বিচারের নিরপেক্ষতাকে তুলে ধরে। ঈশ্বর কোন পক্ষপাতিত্ব দেখায় না. যিহূদী হোক বা বিধর্মী, প্রত্যেকেরই তাদের কাজ অনুসারে বিচার করেন। পৌলের বার্তা স্পষ্ট: ঈশ্বরের বিচার থেকে কেউ এড়াতে পারে না। আপনি কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছেন, আপনার কোন সুযোগ-সুবিধা আছে বা আপনি কোন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করেছেন তা বিবেচ্য নয়। আপনি আপনার জীবন কিভাবে কাটিয়েছেন তা গুরুত্বপূর্ণ। আপনি কি ভাল কাজ করার চেষ্টা করেছেন, ঈশ্বরের সত্য অনুসারে জীবনযাপন করেছেন? নাকি আপনি ঈশ্বরের আদেশ উপেক্ষা করে স্ব-অনুসন্ধান করছেন? ঈশ্বরের বিচারের এই নিরপেক্ষতা তাঁর নিখুঁত ন্যায়বিচারের ধারণাকে শক্তিশালী করে। বস্তুতঃ মনুষ্য বিচারক, যারা পক্ষপাতিত্ব বা বাহ্যিক কারণ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, ঈশ্বরের বিচার সম্পূর্ণরূপে সত্য এবং ধার্মিকতার উপর ভিত্তি করে। এটি আমাদের আত্ম-পরীক্ষার দিকে নিয়ে যেতে হবে। আমরা কি এমনভাবে জীবনযাপন করছি যা ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? আমরা কি তাঁর মহিমা খুঁজছি, নাকি আমরা আমাদের নিজেদের স্বার্থপর ইচ্ছা দ্বারা চালিত হচ্ছি?

৪. ঈশ্বরের বিচারের মধ্যে করুণা (যোহন ৮:২-১১)

যোহন লিখিত সুসমাচার তাঁর ৮:২-১১ এ ব্যভিচারে ধরা পড়া মহিলার গল্পটি ঈশ্বরের বিচারে করুণার একটি শক্তিশালী উদাহরণ। ধর্মীয় নেতারা এই মহিলাকে যীশুর কাছে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা মোশির আইন অনুসারে তাকে পাথর মারতে প্রস্তুত। কিন্তু যীশু গভীর প্রজ্ঞা ও করুণার সাথে উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "তোমাদের মধ্যে যে পাপমুক্ত সে তার দিকে প্রথম পাথর নিক্ষেপ করুক" (যোহন ৮:৭)। একে একে অভিযুক্তরা চলে গেল এবং যীশু মহিলার সাথে একাই রইলেন। তারপর তিনি তাকে বললেন, "আমিও তোমাকে দোষী করি না; যাও, এখন থেকে আর পাপ করিও না" (যোহন ৮:১১)। এই অনুচ্ছেদটি দেখায় যে ঈশ্বরের বিচার শুধু ন্যায্য নয়, করুণাময়ও। যীশু মহিলার পাপকে ক্ষমা করেননি, তবে তিনি তাকে নিন্দাও করেননি। তিনি তাকে অনুতপ্ত হওয়ার এবং তার উপায় পরিবর্তন করার সুযোগ দিয়েছিলেন। এটি ঈশ্বরের করুণার সারাংশ। যদিও তিনি ধার্মিক এবং ন্যায়পরায়ণ, তিনি সহানুভূতিশীল এবং যারা তাঁর দিকে ফিরে তাদের ক্ষমা করতে ইচ্ছুক। এই গল্পটি একটি অনুস্মারক হিসাবেও কাজ করে যে আমাদের অন্যদের দ্রুত বিচার করা উচিত নয়। আমরা সকলেই পাপী আমাদের প্রয়োজন ঈশ্বরের করুণার। তাঁর করুণার প্রাপক হিসাবে, আমাদেরকে অন্যদের প্রতি সেই একই করুণা প্রসারিত করতে বলা হয়েছে। ঈশ্বরের বিচার প্রতিশোধের বিষয়ে নয় বরং মানুষকে অনুতাপ ও পুনরুদ্ধারের দিকে নিয়ে আসা।

সারাংশ-

সারাংশে আসুন আমরা মনে রাখি যে ঈশ্বরের বিচার ন্যায্য এবং করুণাময়। তিনি একজন ধার্মিক বিচারক যিনি সব দেখেন এবং সব জানেন। তার বিচার নিরপেক্ষ, এবং কেউ এড়াতে পারে না। কিন্তু একই সময়ে, তাঁর বিচার করুণাতে পূর্ণ, আমাদের অনুতাপ করার এবং পুনরুদ্ধার করার সুযোগ দেয়।

ঈশ্বরের বিচারের বাস্তবতা আমাদেরকে ধার্মিকতার জীবনযাপনের দিকে পরিচালিত করবে, ভাল কাজ করতে এবং তাঁর ইচ্ছাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করবে। এটি আমাদের আশায় পূর্ণ হওয়া উচিত, জেনে রাখা উচিত যে ঈশ্বরের ন্যায়বিচার শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে এবং যারা এটি সন্ধান করে তাদের জন্য তাঁর করুণা সর্বদা উপলব্ধ। আসুন আমরা ঈশ্বরের ন্যায়বিচার এবং করুণা উভয়কেই আলিঙ্গন করি, তাঁর ন্যায়পরায়ণ বিচার এবং তাঁর করুণাময় প্রেমে বিশ্বাস করি। আমরা যেন তার চরিত্রকে প্রতিফলিত করে এমনভাবে বাঁচতে পারি এবং আমরা যেন অন্যদের প্রতি যে করুণা পেয়েছি তা প্রসারিত করতে পারি।

প্রার্থনা-

করুণাময় এবং কৃপাময় ঈশ্বর, আমরা আপনার ন্যায্য এবং ধার্মিক বিচারের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের ত্রুটি সত্ত্বেও আপনি আমাদের প্রতি প্রসারিত করুণার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আমাদেরকে এমন জীবনযাপন করতে সাহায্য করুন যা আপনাকে সম্মান করে, ভাল কাজ করতে এবং আপনার ইচ্ছাকে অনুসরণ করে। আমরা যেন সর্বদা আপনার ন্যায়বিচার সম্পর্কে সচেতন থাকি এবং অন্যদের প্রতি আপনার করুণা প্রসারিত করি। আপনার সত্য অনুসারে জীবনযাপন করার জন্য আমরা আপনার নির্দেশনা এবং শক্তি চাই। যীশুর নামে, আমরা প্রার্থনা চাই। আমেন।